Pub/opi

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 8 AUG 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

103

# শিক্ষাঙ্গন

## যেখানে শিক্ষিতের হার ১৬

ময়মনসিংহ জেলার একটি অবহেলিত উপজেলার নাম ভালুকা। ভালুকার শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোটামুটি ভাল হলেও গুণগত দিক থেকে ভাল বিদ্যালয়ের সংখ্যা হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি। ভালুকায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের কোন ব্যবস্থা নেই। ভালুকায় কোন স্নাতক মহাবিদ্যালয় এবং মহিলাদের জন্য পৃথক কোন মহাবিদ্যালয় নেই। এ উপজেলায় শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্রা ১৬। এ উপজেলায় ২টি উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়, ২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৯১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি হাই মাদ্রাসা, কয়েকটি এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং মাত্র ১টি সিনিয়র মাদ্রাসা রয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে উচ্চ শিক্ষার বীজতলা। আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ফসলের ক্ষেত বা বাড়ন্ত গাছ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে আমাদের ফসল অর্থাৎ ফুল ও ফল।

শিক্ষার এ বীজতলা তৈরী করেন প্রাথমিক শিক্ষকগণ। বীজতলা থেকে তৈরী চারাই এক সময় পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়ে আমাদের উপহার দেয় ফুল আর ফল। কিন্তু বীজতলাতেই যদি চারাটি দুর্বল থেকে যায় তাহলে তার থেকে যেমন ভাল ফলন আশা করা যায় না, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা নামক বীজতলাতে শিক্ষার্থী নামের চারাগুলো যদি দুর্বল থেকে যায় তাহলে তাদের কাছ থেকেও দেশবাসী ভাল ফলন আশা করতে পারেন না। কিন্তু সবল-সরল শিশু চারা তৈরী করতে হলে শিক্ষা নামের বীজতলাতে ভাল চাষের প্রয়োজন। ভাল চাষের জন্য বীজতলার উন্নয়ন অপরিহার্য। অথচ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত হবার ফলে বিদ্যালয়গুলো দিন দিন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের সমান শিক্ষক সংখ্যা না থাকায় পড়াশুনা মারাত্মকভারে ব্যাহত হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, উপজেলায় প্রতি ৫০ জন প্রাথমিক ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষকের স্থলে প্রতি ৯০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক রয়েছে। উপজেলার নিবিড় পল্লীর অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩/৪ জন শিক্ষক দ্বারা ৪/৫শ' ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাস নেয়া হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। পল্লী গ্রামের কোন কোন বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক বিদ্যালয়ে যথারীতি উপস্থিত থাকেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার কতিপয় শিক্ষক নির্ধারিত সময়ের পরে স্কুলে উপস্থিত হয়ে থাকেন। এ ছাড়া কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ২/১ ঘন্টা ক্লাস করিয়ে মর্জি-মাফিক নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই ছুটি দিয়ে থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ সব কারণে ঐ সব এলাকার অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শিক্ষার্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছেন না। উপজেলার অনেকগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নড়বড়ে ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এসব বিদ্যালয় সংস্কার করা হচ্ছে না। বেশ কটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে ফাটল থাকায় বৃষ্টির দিনে পানি গড়িয়ে ভিতরে পড়ে। এসব বিদ্যালয়ের ছাদ ধসে যে কোন সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা চটের উপর অথবা ইটের উপর বসে ক্লাস করছে। ভালুকা উপজেলায় উন্নীত হবার পর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বেঞ্চ পাঠানো হলেও তা পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। কোন কোন বিদ্যালয়ে আলমারীর অভাবে অফিসের কাগজপত্র নষ্ট হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলোতে টিউবওয়েল না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা পানীয় জলের অভাবে সীমাহীন কষ্ট ভোগ করছে। অনেক বিদ্যালয়ে পায়খানা-প্রস্রাব করার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী সকলেরই চরম অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। এতে অনেক সময় ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে যায়।

উপজেলার ৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী রেজিস্ট্রেশন লাভ করলেও সরকারীকরণ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীদের অনেকেই কাজ করছেন বিনা বেতনে। এলাকাবাসীর সাহায্যে এসব বিদ্যালয় চলছে।

উপজেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত।

বেশ কটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে আছে। সংস্কারের অভাবে কোন কোন ভবনের আস্তর খসে পড়ছে। ছাড়া অন্যান্য বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে।

উপজেলায় এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র থাকলেও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দাখিল, আলিম, ফাজিল পরীক্ষার কোন কেন্দ্র নেই। ফলে এখন কি এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা ৪১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ময়মনসিংহ শহরে গিয়ে পরীক্ষা দিতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। উপজেলার কোন মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগ নেই। উপজেলার একমাত্র সিনিয়র মাদ্রাসা কাচিনায় ৪ জন অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। উপজেলায় গুণগত দিক থেকে কোন ভাল মাদ্রাসা নেই।

উপজেলার দু'টি কলেজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কলেজ দু'টিতেই ইংরেজীসহ কয়েকটি অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, মানো বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ খোলা দরকার।

উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। সরকার এদিকে দৃষ্টি দেবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

—আমীনুল ইসলাম,
ভালুকা, ময়মনসিংহ।